بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১১/০১ | রবিবার, ০৮ জিলকদ, ১৪৪১ হিজরী | ২৮/০৬/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নবম শ্রেণীর ছাত্রকে গ্রেফতারের মাধ্যমে হাসিনা সরকার আবারও প্রমাণ করলো সে তার যুলুমের শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জনগণের কণ্ঠরোধ করতে কতটুকু মরিয়া

প্রধানমন্ত্রীকে 'নিন্দা' করার অভিযোগে কুখ্যাত ডিজিটাল সুরক্ষা আইনের আওতায় নবম শ্রেণীর এক কিশোরকে গ্রেফতারের মাধ্যমে যালিম হাসিনা সরকার আবারও প্রমাণ করলো যে, তারা জনগণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিশোরটির একমাত্র অপরাধ সে মোবাইল কলরেটের উপর শুল্ক বাড়ানোর প্রতিবাদে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করেছে। এই ঘৃণ্য গ্রেফতারকে হাসিনা সরকারের সেই নিপীড়নমূলক নীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই যা সে মামলা, ভীতিপ্রদর্শন, গ্রেফতার ও নির্যাতন দ্বারা জনগণের মধ্যে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বজায় রাখার চেষ্টা করছে। কোভিড-১৯ সংকটে সরকারী দুর্নীতি ও অনিয়ম তুলে ধরার জন্য লেখক, সাংবাদিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ভিন্নমত পোষণকারী প্রতিবাদী পেশাজীবীদের কণ্ঠরোধ করার পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত কৌশলের ধারাবাহিকতা হিসেবে এই কালো আইনকে এখন এমনকি ১৪ বছর বয়সি কিশোরের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু, যে বিষয়টি সরকারকে বিচলিত করে তুলেছে সেটি হলো, জনগণ এই ভীতিকর পরিস্থিতির পরোয়া করছে না, বরং বিধি-বহির্ভূতভাবে চলমান গ্রেফতারের মধ্যেও সরকারের ঘৃণ্য দুর্নীতি ও লুটপাটের চিত্র তুলে ধরছে। জনগণ বুঝতে পারছে যে, হাসিনা সরকার মানুষের জীবন বাঁচাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা করার জোর কোন প্রচেষ্টা না চালালেও তাদের সমালোচনা করার জন্য জনগণকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে গুন্ডাবাহিনী প্রেরণে খুবই তৎপর! বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ শুরুর পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাল্পনিক অভিযোগে সাংবাদিকসহ মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০ শে জুন, ২০২০)। সুতরাং, এখন যখন শাসকগোষ্ঠী অনুভব করছে যে, তাদের পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে, তখন তারা হতাশা ও ভীতির কারণে একজন কিশোরকেও নিষ্কৃতি দেয়নি।

জাতির এই ক্রান্তিকালে আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**-এর মিডিয়া অফিসের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সাংবাদিক ভাইদের প্রতি সরকারের ভীতি ও অত্যাচারের সামনে মাথানত না করার আহবান জানাচ্ছি। সমাজ ও জনগণের কল্যাণে এবং আপনাদের পেশার সম্মান রক্ষার্থে আপনারা আপনাদের দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকুন এবং গ্রেফতারের শিকার নবম শ্রেণির ছাত্রের মত অন্যান্য সাধারণ জনগণের পাশে দাঁড়ান, যারা এই যালিম সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস করেছে।

হে দেশবাসী, সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমাগোষ্ঠী এবং তাদের দালালদের ষড়যন্ত্রে ১৯২৪ সালে খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর থেকে অদ্যবদি আমরা জাতি-রাষ্ট্রের দালাল শাসকদের যুলুমের শাসনের অধীনে আছি, এবং অবমাননা, দুর্বলতা ও দমন-নিপীড়নের তিক্ত জীবন অতিবাহিত করছি। এসব শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দেশের জনগণকে দমন করে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছে, এবং যালিম হাসিনা সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়, যারা দেশের সাধারণ জনগণকে তাদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছে। সকল ধরনের বিদ্রোহ-দমন কৌশল, যেমন: জনগণ সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নির্দয় নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ, দমন-পীড়নের মাধ্যমে আন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরা, যা সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দালাল শাসকেরা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে অন্যান্য মুসলিম ভূ-খন্ডগুলোতে ব্যবহার করছে, আর বাংলাদেশের যালিম সরকারও এখন ডিজিটাল সুরক্ষার নামে জনগণের উপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যাচ্ছে। সুতরাং, আমরা আপনাদেরকে আহবান জানাচ্ছি, হক্ব (সত্য)-এর পক্ষে সরব হোন, এবং রাষ্ট্র ও সম্পদ সম্পূর্ণ ধ্বংসযজ্ঞের দিকে নিয়ে যাওয়ার আগেই এই শাসকগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে জবাবদিহি করার উদ্দেশ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাহসী কর্মীদের পাশে দাঁড়ান।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ! এখনও কেন আপনারা হাসিনা সরকারকে রক্ষা করছেন, যখন সে নবম শ্রেণীর ছাত্রকেও নিষ্কৃতি দিচ্ছে না, আর সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কথা না হয় বাদই দিলাম! যখন একজন কিশোর কেবল তার বক্তব্যের দ্বারা সরকারের যুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তখন আপনাদের নিকট প্রকৃত সামরিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন আপনারা এই যালিম সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার দায়িত্ব পালনকে বিলম্বিত করছেন? **হে নিষ্ঠাবান অফিসারগণ**, ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করুন! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফেরাউনের অপরাধকে সমর্থন করার অপরাধে তার সৈন্যদলকে পাকড়াও করেছেন, অসম্মানিত করেছেন এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আর অন্যদিকে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করায় সাদ ইবনে মুয়ায (রা.)-এর সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করেছেন, যা কিয়ামত অবধি স্মরণ করা হবে। সুতরাং, **হে নিষ্ঠাবান অফিসারগণ**, আপনারা উপলব্ধি করুন, এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কুফর ব্যবস্থার সাথে সাথে এই যালিমী শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করুন, এবং নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন।

* يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ*

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।"

[সূরা মুহাম্মাদ : ৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ